রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০১৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ আষাঢ়, ১৪২১ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৪

নিম্নলিখিত বিলটি ১৭ আষাঢ়, ১৪২১ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১২/২০১৪

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৬ক এর সংশোধন।**— খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ১৬ক এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা ঃ—

"(২) একজন চেয়ারম্যান ও নিম্নবর্ণিত দশ জন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে, যথা ঃ—

(ক) চাকমা উপজাতি হইতে মনোনীত তিন জন সদস্য;

(খ) মারমা উপজাতি হইতে মনোনীত দুই জন সদস্য;

(গ) ত্রিপুরা উপজাতি হইতে মনোনীত দুই জন সদস্য; এবং

(ঘ) অ-উপজাতীয় হইতে মনোনীত তিন জন সদস্য।"।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৯৮৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠিত হয়। এ আইনে চেয়ারম্যান, একুশজন উপজাতীয় সদস্য, নয়জন অ-উপজাতীয় সদস্য এবং তিনজন মহিলা সদস্য জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন হবার পর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ১৯৮৯ সালে একবার মাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে গত ২০-৪-২০১০ তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর ১৬ক ধারা অনুযায়ী চারজন সদস্য সমন্বয়ে 'অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ' গঠন করা হয়।

৩। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ছোট-বড় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ও অ-উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও বিধি মোতাবেক অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের গঠন চেয়ারম্যানসহ মাত্র ৪(চার) জনে সীমাবদ্ধ হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের কোন প্রতিনিধি দীর্ঘদিন যাবত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে নেই। এতে প্রতিনিধি বঞ্চিত নৃ-গোষ্ঠীসমূহের অধিকার খর্ব হচ্ছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণে তাদের কোন ভূমিকা থাকছে না।

৪। অপরদিকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ইতোমধ্যে ২২টি বিভাগ হস্তান্তরিত হওয়ায় এ জেলা পরিষদে মাত্র ০৩ জন সদস্য দ্বারা এতগুলো বিভাগের কাজ সুচারুরূপে দেখভাল করা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে উক্ত পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন চেয়ারম্যান ও অপর দশজন সদস্যের সমন্বয়ে 'অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ' গঠনের জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ধারা ১৬ক এর উপ-ধারা (২) রহিতপূর্বক সংশোধনসহ তা পুনঃপ্রণয়নের নিমিত্ত "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ২০১৪ (সংশোধনী)" শীর্ষক বিলটি মহান সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

৬। উপরিউল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিলটি আইনে পরিণত করা আবশ্যক বিধায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য মহান সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

বীর বাহাদুর উশৈসিং
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd